

ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে খুলনায় পাঁচ পুলিশ ক্রোজড

■ খুলনা অফিস ও বটিয়াঘাটা সংবাদদাতা

খুলনায় এক স্থল ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত এবং তার ভাইকে মারপিটের অভিযোগে বটিয়াঘাটা থানার বাইনতলা পুলিশ ফাঁড়ির ৫ কনস্টেবলকে ক্রোজ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার বাইনতলা খারাবাদ কলেজিয়েট স্কুলে যাওয়ার পথে ওই উত্ত্যক্ত ও মারপিটের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলরা হলেন- মোঃ নাসিম, মামুন, রিয়াজ, আবির ও জাহিদ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বটিয়াঘাটা উপজেলার আমীরপুর ইউনিয়নের নারায়ণখালী গ্রামের মুজিবুর রহমানের মেয়ে ও তার ছেলে তরিকুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাইনতলা খারাবাদ কলেজিয়েট স্কুলে যাওয়ার পথে কনস্টেবল নাসিম ছাত্রীটিকে উত্ত্যক্ত করেন। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর ভাই তরিকুল প্রতিবাদ জানালে পুলিশ কনস্টেবল নাসিম তাকে ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে থানার গারদে আটকে রাখা হয়। এ খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী ফাঁড়িতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধতি হয়। এ সময়

উত্ত্যক্ত জনতা ফাঁড়ি ঘেরাও করে রাখে। খবর পেয়ে বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক মামুন ও স্থানীয় আমীরপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান গোলদার মিলন সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ ব্যাপারে বটিয়াঘাটা থানার ওসি মোজাম্মেল হক মামুন বলেন, ছাত্রীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগ সভ্য নয়। তবে তরিকুল নামে এক ছাত্র পুলিশের সঙ্গে তর্ক করলে তার সঙ্গে একজন কনস্টেবলের হাতাহাতি হয়। পরে তাকে ফাঁড়িতে নিয়ে মারধরের অভিযোগ করা হলে বিষয়টি উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষ ওই পাঁচজন কনস্টেবলকে ক্রোজ করেন।

খুলনার পুলিশ সুপার নিজামুল হক মোগল্যা বলেন, বটিয়াঘাটার বাইনতলায় পুলিশের একটি অস্থায়ী ফাঁড়ি রয়েছে। ওই ফাঁড়িতে দায়িত্বরত ১২ জন পুলিশ সদস্যকেই প্রত্যাহার করা হবে। এছাড়া উত্ত্যক্তের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত পুলিশ সুপার নাসিমকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ব্যানবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি. বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/স্বাক্ষরে	
স্বাক্ষর	